অন্যপৃথিবী

-বিল্পব

হোস্টেলের শনিবারটা বড় ম্যারমেরে। ঘুম থেকে উঠতে এগারোটা। শাওয়ারে দেহটা ফ্রেশ হয় বটে , কিন্তু রাতভোর মদ্যপান আর ব্রীজের হ্যাংওভার থাকে টান টান। খেয়ে দেয়ে আবার ঘুমাবো। নেক্সট টাস্ক 'ঘুমাব', এতেব মাথাটা ফর্সা। লাল চোখে লাঞ্চ টেবিলে সবে খিচুরীটার দিকে হাত বাড়িয়েছি, ঘারে গদাঘাত।

টেপোদা। আদি, অনাদি, অনন্ত টেপো পাল। ভালো নাম, তপন পাল। কবে আই আই টি তে ঢুকেছিল, ও নিজে জানে কি না সন্দেহ আছে। জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। উত্তর আসবে, সবটাই আপেক্ষিক। মানে চল্লিশ আর চারের ফারাক শুন্যে। পি এইচ ডি করেছে কিনা কেও জানে না। মেক ডিপের রিসার্চ আসোসিয়েট এত টুকুই জানি। এর বাইরে জিজ্ঞেস করার অনুমতি নেই।

-শালা, তোরা সব হাওয়া! ফ্রেশার গুলোর কোন টেম্পো নেই। হলটা মরে গেল নাকি?

সবে ইলুতে, মানে ইলুমিনেশন প্রতিযোগিতায় হল জিতেছে। আপাতত হলের টেম্পো হাই হ্যায়। বলেকি লোকটা?

-বলছ যখন হতে পারে। টেম্পোটা লজ ওব অসিলেশন মেনে চলে কি না!

তখনো ঘুম চোখ রগরগে।

-চোপ।

পরিত্রাতার মতন লাঞ্চটেবিলে পেনোর আবির্ভাব। ঘুম চোখটা এঁটে আছে। খিচুরী ঢালছে। টেপোর আওয়াজ শুনে , মুখে একরাশ বিরক্তি।

-গুরু ক্যাওস কেন? সবে তো সকাল।
-ভাগ্যিস বিকেল বলিস নি
-ওই হলো। সবই তো মায়া গুরু।

পেনো আধ্যাত্মিক না ডিফেন্সিভ বুঝলাম না।

-সব ভাগাড়ের দল। গ্যাঁজা আর ব্রীজ। ওদিকে ম্যু আরেতে জল পাওয়া গেছে শুনেছিস কি?

তবে ভাতঘুমের আশাটা বোধ হয় ছাড়তে হচ্ছে। এই শনিবারের বারবেলায়, রসনা

নিয়ে সাধারণত গল্পটা জমে। আমাদের গুলট কুকগুলোর তেল ঝাল বৈষ্যমের পরিপূরক হচ্ছে দিদিমার হাতের সর্ষে ইলিশ বা জেঠিমার বানানো পুঁটির ঝালের গল্প। হোস্টেলের পাচনে টিকে থাকতে গেলে পেটের পাচন ক্রিয়ার সাথে মনের পাকটাও শিখতে হয়। নচেৎ জারক রসের অপ্রতুলতায়, টসকানো অনিবার্য। এ হেন রসক্রীয়া বাদ দিয়ে ম্যু আরে না কোন ভাগারে জল আছে কি না সেটা জানতে হবে? আমরা এ ওর দিকে তাকাচ্ছি। ততক্ষনে এসে গেছে লোম আর পেঁড়ো। গল্পের গন্ধ পেয়ে উচ্চ আওয়াজে খিচুরী সাঁটাচ্ছে।

পেঁড়োটা পাঁপর চেবাতে চেবাতে বাজারে ছারল

-ম্যু আরে টা কি? পেটে খায় না পিঠে সয়?

আমার নেচারটা বরাবর সিরিয়াস প্রকৃতির।পৃথিবীতে এক শ্রেনীর লোক আছে যারা প্রতিটি আলোচনায় নিজেদের বিজ্ঞতার বিজ্ঞাপন দিতে ভালোবাসে। বিজ্ঞাপনের টেকনিকটা ইজি- শ্যাম এবং কূল দুই রাখি বলে দুহাতি লম্বা ডায়ালোগ।

-হ্যাঁ ওইতো ইয়াহু সায়েন্স পেজ না ন্যাশানাল জিওগ্রাফিকে দেখলাম (ইউনিভার্সাল সোর্সতো, লেগে যাবে, যদিও ম্যু আরে, ফ্যু আরে আমি কিছুই জানি না!)

- মাইকেল মেয়র কি বলেছে পড়েছিস (বুঝলাম ঢিল লেগেছে..)

- হ্যাঁ, ওই জলের সোর্স, মানে উৎপত্তি নিয়ে কিছু লিখেছে (জল থাকলে, তারতো একটা সোর্স বা উৎপত্তি থাকবেই। এটাও লেগে যাবে।)

-বুঝেছিস কিছু।

সওয়ালই ওঠে না। এবার স্টেপব্যাক করলে বিজ্ঞজ্জতে টানাটানি পড়বে না।

- অত মনোযোগ দিয়ে পড়ি নি, তুমিই বল না।
-হুম। যা কফিটা নিয়ে আয়।

বুঝলাম ভাতঘুমতো বটেই। বিকেলের ক্রিকেট প্রাকটিসটাও গেল।

কফিতে দু চুমুক। ঘারটাকে দুদিকে মোরা ভেঙে, চোখ বুঁজলেন টেপোদা।

-চিলির লা শীলা অবজার্ভেটরীর নাম শুনেছিস?

মনে মনে বল্লাম, পৃথিবীর সবকিছু জানতে হবে? ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি!

-আটকানা মরুভূমিতে, পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে। দক্ষিনগোলার্ধের সব চেয়ে বড় অবসার্ভেটরি লা শীলা। ওদের সাড়ে তিনমিটার সেস্ট টেলিস্কোপে ম্যু আরের চারিদিকে একটা গ্রহর সন্ধান পাওয়া গেছে। পৃথিবীর চোদ্দগুন ভারী। সাড়ে নয় দিনে সূর্যকে প্রদক্ষিন করে।

মনে মনে বল্লাম তাতে কি ছেঁড়া গেল। ওরকম গ্রহতো রোজই আবিস্কার হচ্ছে।

-ইন্টারেস্টিং। সোলার সিস্টেমের বাইরে এটাই সবচেয়ে ছোট গ্রহ। আসল ব্যাপারটা অবশ্য সেটাও না। লা শীলার স্পেক্ট্রোগ্রাফ পৃথিবীর বৃহতম। সেখানেই ওয়াটার পিক ধরা পড়েছে। মনে হচ্ছে এর দ্বিতীয় গ্রহটা বরফে ঢাকা।

লোম কিছুটা ইন্টারেস্ট নিচ্ছিল-গলাটা জিরাফের মতন বাড়ানোর আগেই ছন্দপতন।

-অ, বরফতো! বরফের তলায় জল থাকলে অবশ্য প্রাণ টান থাকতে পারে। ওই জীবাণু টিবানু গোছের আর কি!

টেপোদা ছ্যাঁ করে উঠল।

-শালা কিচ্ছু পড়বে না, ভাবটা মিঃ নো অল! গ্রহটার স্পিন নেই। মানে আহ্নিক গতি বলে কিছু নেই। এক দিকে সবসময় দিন, অন্যদিকে রাত্রি!

লোম এবার স্পিরিটেড ফাইটার।

-তাতে কি হল! খেলাটাতো সেই বরফ আর জলেরই!

-তা ঠিক। তবে ব্যাপারটা যদি এমন হয়, যেদিকে চিররাত্রি, সেদিকে বরফ। আর আলোর দিকে জল ?

এবার বল আমার কোর্টে। পন্ডিতি দেখানোর অবর্থ্য সুযোগ ।

-জল থাকলেই কি প্রাণের বিবর্তন হয়? জলবায়ুর কি হবে? বায়ুমন্ডল চাইতো!

-এলো একজন। আরে গাধা পৃথিবীতে বায়ুমন্ডল ছিল বলে, এখানকার জীব তথা জীবানুকুলের বিবর্তন এমন ভাবে হয়েছে তারা আলো বাতাস ছারা বাঁচতে পারে না। ডি এন এ ভেঙে কোডটা ট্রানসমিট করতে বায়ুমন্ডল লাগবে এটাই বা কে বলেছে? তারপর...

বেটা গুলবাজকে মনে হচ্ছে বাগে পেয়েছি। দিলাম একটা রদ্দা।
-বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড আর নাইট্রোজেন ছারা, অতিবেগুনী বিকিরণে জৈব তৈরী হবে কি ভাবে? জটিল অনু তৈরীই না রাসায়নিক বিবর্তনের প্রথম ধাপ?

-জল প্রচুর গ্যাস শোষন করতে পারে। হাইড্রোজেন বন্ড হচ্ছে বিবর্তনের মূল চাবিকাঠি। এটা ঠিক, বায়ুমন্ডল না থাকলে জল থেকে গ্যাসতো বেড়োবেই, জলও বাস্প হয়ে যাবে। ভুলে যাচ্ছিস কেন, প্লানেটটা পৃথিবীর চোদ্দগুন ভারী। সেখানে বায়ুমন্ডলতো আছেই, একটু বেশীই আছে। ফিজিক্সের নিয়মে তার ঘতত্ব হওয়ার কথা আমাদের চোদ্দগুন, যদি তাপমাত্রাটা আমাদের কাছাকাছি থাকে। খবর আপাতত সেটাই। আই আর স্পেক্ট্রা থেকে কার্বন হাইড্রোজেন সিংগল আর ডবল বন্ডের অস্তিত্ব নিশ্চিত। আরো ইন্টারেস্টিং নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন ডবল বন্ডের সিগনেচার। মানে আমাইনো গ্রুপ-আমাদের প্রোটিন আর ডি এন এর মূল ভিত্তিভূমি। আমাইনো গ্রুপ থাকা মানেই কোটি কোটি জটিল চেন অনু তৈরী হচ্ছে অহরাত্র।

-তাহলে প্রাণ থাকতে বাধা কোথায়? পেনোর ধৈর্য্য নেই।

-এই ভগা! প্রাণ কারে কই? প্রজননের মাধ্যমে নিজেদের কোডটাকে বাঁচানোই প্রাণের সংজ্ঞা। প্রথমে দরকার প্রোটিনের মতন জটিল অনু। যেটা একটা চেনের মতন। যাকে একটা কোড মাফিক তৈরী করা যায়। তারপড় সেই কোডটা সংরক্ষনে চাই ডি এন এর মতন আরেক চেন অনু, যার কাজই হচ্ছে নানাবিধ প্রোটিনের কোডকে স্টোর করা। আর প্রোটিন উৎপাদনের সময় কোডটাকে ধার দেওয়া। যাতে একই প্রোটিন বারবার তৈরী করা যায়। কোড অনুযায়ী একই প্রোটিন বা ওই জাতীয় জটিল অনু বারংবার তৈরী করাকেই প্রাণ কয়!

-সেসব তো গুরু বোঝা গেল। জলে আমাইনো আসিড আছে মানে একটা রাসায়নিক বিবর্তন হবেই। কোটি কোটি পেপ্টাইড তৈরী হবে। দুই একটা হয়ে উঠবে বায়োএকটিভ। ধর এসব হয়েই গেছে।

পেনো এবার একটু বাজাতে চায়।

-হয়ে গেছে বললেইতো হবে না। বাতাসটা আমাদের চোদ্দগুন ভারী! মহাকর্ষজ টানও চোদ্দগুন!

-ইন্টারেস্টিং। তাহলে ম্যু আরে যদি জন্তু থাকে তারা কি চারপায়ের বদলে চোদ্দপায়ে চলবে? আমার হঠাৎ ই মনে হল।

-পৃথিবীতে বহুপদী জন্তু নেই? বহুপদ থেকে চতুস্পদ, তারপরে দ্বিপদী মানুষ। আত্মরক্ষা আর শিকার, দুয়ের জন্য পায়ের সংখ্যা কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। চারপায়ে দৌড়ানো ভালো হয়। সমস্যা আক্রমন বা আত্মরক্ষায়। বাঘ সিংহদের দ্যাখ।

আক্রমন করতে গেলে সেই পেছনের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে, সামনের দুই পা দিয়ে আক্রমন করে। কিন্তু সামনের দুই পা, অতটা ফ্রি নয়, যেমনটা মানুষের। তাই আমরা হলাম পৃথিবীর অধীশ্বর। পায়ের সংখ্যাটা দুই হওয়াটা প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে আসে।

তবে হ্যাঁ। দেহের গঠন হবে এমন, যে নব্বই শতাংশ পা বাকিটা দেহ! পিভটাল জয়েন্ট টেন টাইমস টাফ। হার্ড। ভাব প্রত্যেকটা ভার্টিক্যাল মুভমেন্টে চোদ্দগুন বেশী মোমেন্ট। ফলে টর্কটাও হবে চোদ্দগুন। ফলে পা লম্বা, কোমরের ওপরটা ছোট। বডি ব্যালানস এর জন্য এটাই বেস্ট আর্কিটেকচার।

পা হবে দেহের নব্বই শতাংশ।

-মানে বিপাশা বসুর পা আরো লম্বা!! কি সেক্সি গুরু!

-মেয়েরা থাকবে ঠিকই! কিন্তু পুরুষ থাকবে কি না বলা যাচ্ছে না। ইউনিসেক্স সমাজ হলে বিবর্তনের কারণে যৌন আকর্ষন বলে কিছু থাকবে এটা বলা যায় না।

-দূর ইউনিসেক্স হোক আর বাই সেক্স । কোডের মিউটেশনতো দরকার। নইলে কার ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচন?

মনে হচ্ছে এটা পেনোর বাওনসার।

-হাম। পুরুষ ব্যাসিক্যালি কি?

মনে মনে ভাবলাম, আপাতত একদল বঞ্চিত ভাগাড়ে প্রেমিকের দল।

-ভেবে দ্যাখ। প্রাকৃতিক নির্বাচনে স্পীড দরকার। মানে মিউটেশন যদি দুই নারীর ডি এন এর মধ্যে হয়, নেক্সট জেনারেশনের সাথে পার্থক্যটা হবে কম। ভ্যারিয়েশন কমলে প্রকৃতির সাথে মানানসই উন্নত প্রজাতির বিবর্তন প্রায় হবে না বললেই চলে। কিন্তু এই ভ্যারিয়েশনের জন্য পুরুষকি সত্যিই দরকার?

আপাত দৃস্টিতে পুরুষের সৃস্টি অপটিমাম সমাধান। তবে মনে রাখবি মিউটেশনটা দুর্বল হাইড্রোজেন বন্ডের লীলাখেলা। সেটা যে অন্যপৃথিবীতেও মিউটেশনের মূলে থাকবে তার কোন মানে নেই। তবে হাইড্রোজেন বন্ডের সম্ভবনা বেশী। হাইড্রোজেন বন্ড যদি কোডের কাঁটা ছেঁড়ার চাবিকাঠি হয়, বিবর্তনের কোন না কোন ধাপে এসে পুরুষের সৃস্টি হবেই।

-বল কি গুরু যৌনতার মূলে হাইড্রোজেন বন্ডিং? আমি একটু হতবাক!
-বিবর্তনের পথে ভাবতে গেলে তাই!
-ধর্ম বিবর্তন থেকে এসেছে ভাবলে, ধর্মটাওতো ওই ক্যেমিক্যাল বন্ডিং এর ইভোলুশন হচ্ছে গুরু!
-সেটা তো হচ্ছেই। পশুপাখিদের ধর্ম নেই? দেখিস না বানরকূলে কেও মারা গেলে সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে শোক প্রকাশ করে। পশুপাখি, মানুষ সব্বাই তাদের কোড বাঁচাতে চাই। গোস্টিবদ্ধ হয়ে বাঁচা সহজ। ফলে সব্বাইকে কিছু নিয়মকানুন মানতেই হয়। নইলে সেই গোষ্ঠি হবে দুর্বল। সেটাই ধর্ম। নিয়মকানুন গুলো মানুষের আইন বলে চালালে, বাকীদের বাগে আনা কস্ট। দেখাগেল ঈশ্বর নামে এক মহান শক্তিধর এবং পরম বিচারকের নামে চালালে, চলছে ভালো। যা চলে ভালো প্রাকৃতিক নির্বাচনে সেটাই টেকে। ফলে এই আইন কানুনের বিবর্তনে ঈশ্বরও গেল টিকে! শুধুকি গেল টিকে? এখন বহাল তবিয়তে মানুষের ওপর রাজত্ব করছে।

-আচ্ছাগুরু আরেকটা গুগলী দিচ্ছি। এই যে বলছ বাতাস হবে ভারী। ফলে বাতাসে ভেসে থাকা হবে সহজ। তাহলে কি বিশাল বিশাল পাখির জন্ম হবে? লোম একটু ইন্টারেস্ট পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

-নাও হতে পারে। পৃথিবীর বুকেই এক সময় বিশাল বিশাল পাখি ছিল।বিবর্তনের পথে টেকেনি। খাবার সমস্যাটাতো থাকেই। তারপর একদিকে সবসময় দিন। ফলে তাপমাত্রাটাও হবে বেশী। আর বৃস্টি হবে সবসময়। মেটাবলিক রেট কম থাকবে। সেটার জন্য পশুপাখিরা বড় হলেও হতে পারে। বনজঙ্গল হবে সুন্দরবনের মতন ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের কাছাকাছি।

-জন্তু জানোয়ার আর গাছপালা, এই ভাবেই কি বায়োস্ফিয়ার ভাঙবে? আমি এবার দার্শনিক

-নট সো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। যদি তাপমাত্রা বাড়ে, প্রাণীকুল না থাকার সম্ভাবনাই

বেশী। প্রোটিন গরম বাড়লেই ভেঙে যায়। ফলে হয়ত সম্পুর্ন সেলুলোজ নির্ভর প্রাণের সৃস্টি হবে। আশি নব্বই ডিগ্রি গরমে আমাইনোগ্রুপের চেন টেকে না। আবার এটাও হতে পারে জলের তলাটা থাকবে ঠান্ডা। তাই আমাইনো গ্রুপ নির্ভর প্রাণের সৃস্টি হবে জলের তলায়। অনেকটা রূপকথার মতন। আবার বিরাট বিরাট গাছ তৈরী হয়ে ঢেকে দিতে পারে ওপরটা। ম্যু আরের দহন দাহ কে আটকে দেবে ওপরেই। ফলে ধরিত্রী হবে ঠান্ডা। নাতিশীতোষ্ণ। গাছের তলার মনোরম পরিবেশ। কেস্টর জীবরা সেখানে বিবর্তিত হতেই পারে।

দূর এবার বোর হচ্ছি। পেনো ছাড়ল হট কেক।

-আচ্ছা বিবর্তনের ফলে এক পুরুষ, দশ নারী হওয়ারর সম্ভাবনা কত? ম্যুয়ারের ওই গ্রহে কি এরকম কোন চানস আছে? থাকলে আমি আজই ওয়ার্ম হোলট্রাভেলে লাইন দিচ্ছি।

টেপোদা এবার গম্ভীর।

-হ্যাম। বহু নারী সম্ভোগের ইচ্ছাটা বিবর্তনজাত। বিড়ালমামা হাজার হলেও আমাদেরই পূর্ব পুরুষ। প্রাণী কূলে শিশু পুরুষকে মেরে ফেলে এই অনুপাত টেকানো হয়। এক পুরুষ, বহু নারী। মনে রাখবি প্রকৃতিতে পুরুষ অপরিহার্য্য নয়। তাই ৯০-৯৫% পুরুষ মেরে ফেললেও, গোষ্ঠির জনসংখ্যাবৃদ্ধির ওপর এই পুরুষ মৃত্যুর কোন প্রভাব নেই। পশুপাখিরা খাদ্য বাঁচানোর জন্য পুরুষশিশু হত্যা করে। মানুষের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অনুপাত সমান-কারণ কৃষি,বাণিজ্য ইত্যাদি তৈরীকরে এমন একটা সিস্টেম তৈরী করেছি, যেটাতে পুরুষ অপরিহার্য্য না হলেও, সমাজের কাজে লেগেই যাচ্ছে। এবং নিজের জেনেটিক কোড টেকানো জন্য, এইসব বৃত্তিমূলক কাজে তার তাগিদটাও বেশী। নইলে জীবনসঙ্গিনী জুটবে না। এই তাগিদের চোটেই তোদের মতন হিজরে বেটাচ্ছেলেগুলো আই আই টিতে জাবর কাটছে। আর মেয়েগুলো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অবলুপ্ত প্রায় প্রজাতি।

-যা বলেছ গুরু। কেও যদি ঐশ্বরিয়ার মতন সুন্দরী হয়, কি দায় পড়েছে ষোলঘন্টা খেটে আগরওয়াল ব্রিলিয়ান্ট সলভ করে, এই ঘানি টানার?

-যা বলেছিস। যুক্তিটাকে টেনে দে। যে সুন্দরী নয়, পড়াশোনার তাগিদটা তাদের মধ্যেই বেশী। বাকীটা সরোজিনী হলে গেলেই দেখা যাবে!

-জিও গুরু! ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসা মেয়েরা কেন সুন্দরী হয় না, সেটা বিবর্তন দিয়ে সলভ করে ফেলেছি, ভাবতেই ফুরফুর লাগছে। একটা বড় ব্যথা হালকা হল আর কি!

হঠাৎ দেখি দুম দাম আওয়াজ। দরজাতে লাথি। ভার্দু ডাকছে ‘উঠ ইয়ার.. খানাকা টাইম হো গিয়া...